আজও আমাদের থিয়েটারের অবস্থার কোনওউন্নতি হল না

তাপস সেন

২৬ বছর আগে যখন এই বামপন্থী সরকার এল তখনআমরা শিল্পীরা সবাই খুশি। মনে আছে রাইটার্সের রোটান্ডায় আম াদেরএক জমায়েত হল। সংস্কৃতি দপ্তরের একজন ঘোষণা করলেন, একমাস কি দু-মাসেরমধ্যে প্রতিটি জেলায় রবীন্দ্র ভবনগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা হবে।জেলায় জেলায় নির্দেশ পাঠানো হল। সেখানে এক্সপার্টরা যাবেন, কী কীভাবে কীকরা য ায় তা জানাবেন ইত্যাদি। কিন্তু মাস যায় কোনও খবর, কোনও কাজই আরহয় না । এর মধ্যে নাটক যাত্রা সব মিলিয়ে একটা উপদেষ্টা কমিটি তৈরিহল। তারও মিটিং হয়। মাঝে মাঝে যাই আর খেয়ে দেয়ে চলে আসি। আমারমতো দু-একজন ব্যাজার মুখে জিজ্ঞেস করি, কী হল, সংস্কারের কাজ কবে হবে?বুঝতে শু করলাম, যতটা খুশি হয়ে উঠেছিলাম, ততটা হওয়ার কোনও কারণনেই।

মাঝে মধ্যে খবর পাই কাজ হচ্ছে। কারা করছে ? জানি না।একবার খবর পেলাম বহমপুরে রবীন্দ্র ভবন হয়েছে। গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি, জেনারেটর ম আছে,আলোর, সাউন্ডের ব্যবস্থা আছে । কিন্তু কোনওটাই ঠিক নেই।জেনারেটর-ম াইক্রোফোন সব বাইরে থেকেই আনতে হয়। তাহলে এভাবে কাজটাহল কেন ? কার দেখার দায়িত্ব এটা ? কে দেখবে ? যে দেখবে সে দেখল না কেন?সরকারি খরচে এরকম একটা কাজ হয়ে গেল ? সরকারি খরচ মানে তোআমাদেরই খরচ। তাহলে !

তারপর থেকে ক্রমাগতই চলছে একই ঘটনারপুনরাবৃত্তি। সেই যে ২৬ বছর আগে রোটান্ডায় মিটিং করেছিলাম তার কে ানওসিদ্ধান্তই সঠিকভাবে মানা হল না। তাই আজ খুব বেদনার সঙ্গে আশাহত হয়েঅব্যক্ত কথাগুলি বলছি। কোনও বিদ্বেষ থেকে নয়, আমার ব্যক্তিগত লাভ অলাভভেবেও নয়। কত স্বপ্ন ছিল এই সরকারকে নিয়ে। আমাদের সংস্কৃতিরঅনেক উন্নতি হবে ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, কিছু হচ্ছে না। সব নয়ছয়হচ্ছে। এমন কী সেই সরকারি থিয়েটার উপদেষ্টা কমিটিও ভেঙে গেল। যে জন্য তৈরি হয়েছিল তারপ্রায় কোনও কাজ না করেই ভেঙে গেল। লে াকরঞ্জন শাখা আলাদা হয়ে গেল।আর ওই কমিটি ভেঙে তৈরি হলপশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। ভাল কথা।মতিভ্রমে অ াবার খুশি হই। কিন্তু হতাশ হতে বেশি সময় লাগল না।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমিকে আরও বেশি কাজ করবারসুযোগ দিল সরকার। এর প্রথম সভাপতি মন্মথ রায়, ত ারপরদেবনারায়ণ গুপ্ত, মাঝে উৎপল, এখন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। আকাদেমি অনেককিছু করে। পুরস্কার দেয়, ওয়ার্কশপ করে, নন্দন চত্বরে মেলা বসায় ও মন্ত্রীরাবক্তৃত া দেন, এরকম আরও অনেক কিছু। শুধু দেখা হয় না থিয়েটার স্পেসট াকে।অথচ ওটা খুবই ইমপর্ট্যান্টথিয়েটারের কাছে। কোথায় আলো বসবে, সাউন্ড কীভাবে হবে, এসব আমরা ক াজকরতে করতে, ঠেকে ঠেকে শিখেছি। আজীবন ধরে শিখেছি। শেখাবার চেষ্টাকরেছি। কিন্তু আমাদের কথা শোনারই প্রয়োজন বোধ করে না। এ কাজ,জোর গলাতেই বলতে পারি, আমি জানি, খালেদ চৌধুরি জানেন। এরকম আরও কেউ জানেন। কিন্তু তাদের প্রয়োজন নেই এই সরকারের। যে হলগুলিতৈরি হয়েছে, আমি লিস্ট ধরে তার অবস্থার কথা বলতে

পারি।আমাদের বাতি ল করতেই পারে সরকার । কিন্তু এই অপব্যায়কে মানব কেন?

মধুসূদন মঞ্চ যখন তৈরি হতে আরম্ভ করল তখন থেকে দেখছি পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা জোর পেতে শু করল। একেব ারে শুতে আমি, অনুপকুমার, জোছনদস্তিদার---- আমরা গিয়ে মঞ্চে কাজটার ব্যাপারে বলতাম। সেরকমদায়িত্ব দেওয় াও হয়েছিল আমাদের। কিন্তু দেখলাম , কোনও গ্রাহ্য হচ্ছে না। কাজটা যেভাবে হলে ভাল হত সেটা হল না। একই ব্যাপ ার ঘটল গিরিশ মঞ্চে । হঠাৎশুনলাম, ওটা রিভলভিং স্টেজ হবে। আমি বললাম, সেকি। অত ছোট জায়গায় রিভলভিং স্টেজ হয়নাকি। তারজন্য বড় স্পেস দরকার। তাছাড়া রিভলভিং ব্যাপারটাই একটা পুরনো কনসেপ্ট। ওটার স ার্থকব্যবহার করেছিলেন সতু সেন, শচীন সেনগুপ্ত। পরে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তুগিরিশ মঞ্চ কীকরে রিভলভিং হবে? যাঁরা দায়িত্ব নিলেন, তাঁদের স্পেস সম্পর্কেকোনও ধারণা আছে? কে দিল তাঁদেরদায়িত্ব ? কেন দিল ? অনেক চেঁচ ামেচির পর সেটা বন্ধ হল। আধখাচরা একটামঞ্চ হল। মঞ্চের এলরে উঠলে সেই রিভলভিং ব্যবস্থাটা আঁচ করতে প ারবেন যে কেউ। স্ট্রাকচারটাআছে। কিন্তু বন্ধ করা গিয়েছিল। এই চেঁচামেচি কি আমার জন্য করেছিলামসেদিন?

একবার আমি ডাক পেলাম বরানগরমিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে। সেখানে পুরনো একটা রবীন্দ্র ভবন ছিল। তাকে আবারনতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। তাই তিনি ডাকলেন আমাকে। কিন্তু সেখানেওকিছু করা গেল না, ওখ ানে নাটক করতে গেলে সব ভাড়া করতে হয়। অজ্ঞাতকারণে কাজটা করা গেল না। নৈহাটির চেয়ারম্যান রবীন ভট্টাচার্য একবারএকটা হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। কিন্তু হল তৈরি এবংতারপর কোনওদিন ডাকলেন না । যে কাজে আম াকে দরকার, সেখানে বাতিল।আমরা কাকে বলব? কে শুনবেন আমাদেরকথা? মধুসূধন মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, বরানগর রবীন্দ্র ভবন কোথাও কোনও কথা শোনানোযায়নি। সেদিন গিরিশ মঞ্চে ওই অবৈজ্ঞানিক প্রোজেকশন মের বিরোধিত াকরে যদি বলতাম, এসব আমার কথা নয় । এ মঞ্চবিজ্ঞানের কথা এবং একমাত্র কথা।তাহলে কি শুনত ওঁরা । বোধ হয় ন া।

একবার নাট্য আকাদেমি প্রস্তাব নিলআমাকে দিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করাবে। সকলে মিলে আমার প্রশস্তিগেয়ে আমাকে একটা কাজ করবার সুযোগ দিল। ওয়ার্কশপ হবে অহীন্দ্রমঞ্চে। গিয়েদেখলাম, হলটার প্রচুর ভাঙচুর হচ্ছে। কী ব্যাপার ? কী হচ্ছে এখানে ?শুনলাম, সিনেমা হল হবে। মন্ত্রীর অর্ডার । আমি বললাম, আমার কাজটাও তো মন্ত্রীরঅর্ডার। তাহলে এটা কোন মন্ত্রী? বুঝুন ব্যাপারটা । এ কোন মরণদশা হল ?যাঁদের জন্য নাটক করেছি, মৌন মিছিল করেছি, তাদের এ কে ান দশা। টাকাখরচ করছি অথচ আধুনিক মানদন্ডে সঠিকভাবে কাজটা হচ্ছে কিনা এটা কেউ দেখবেন না? দেখবার লোক নেই ? যাঁরা আছেন তাদের কথা শুনব না? অদ্ভুত সবকান্ডঘটে যাবে, আর তা মেনে নিতে হবে।

তাই হয়ে চলেছে। আকাদেমি মঞ্চটা কীজনপ্রিয় । কিন্তু ওখানে যদি কখনওকোনও দুর্ঘটনা ঘটে, মানুষ অসহায়ের মতো মারা যাবে । অত লোকের জন্য মাত্রদুটো দরজা। বেরোতেই পারবে না মানুষ। কত জায়গায় বলেও কিছু সুরাহাহয়নি। ওই রকম একটা অতি খারাপ মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। আমি জানতাম না। একদিনসম্ভবত নাট্য আকাদেমিতে আলোচনায় এল, ওই মঞ্চের গেটটার নামকরণ করা হোকপঞ্চু সেনের নামে। আমি বললাম, কিসের গেট? তার প্ল্যান কোথায় ?প্ল্যান দেখে একদিন গেলাম সেই মঞ্চ দেখতে । এমা! এ তো যাত্রা-থিয়েটার কোনটাই করা যাবে না। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে সংস্কৃতি দপ্তরেরঅধীনে এটা কী তৈরি হচ্ছে ? ৬৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়ে গেছে সাংসদগুদাস দাশগুপ্তের তহবিল থেকে। এখানে তো কিছুই হবে না। আমার বন্ধুরাঅনেকে বলছেন, কীভাবে হতে পারে দেখুন। আমি বলেছি, কোনওভ াবেই হতে পারেনা। ওটা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আমিজানি, আরও একজন সাংসদের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই টাকা তোজলে যাবে। বাগবাজারের ওরকম একটা গুত্বপূর্ণ জায়গায় কে এম ডি এ যে কাজটা করেছে তা কোনও কাজে লাগবেনা। ২২কাঠা জায়গা নষ্ট হচ্ছে। মন্ত্রীমশাই দেখেননি। জানেন ন া । কোনও খোঁজও রাখেন না বোধহয় । লোকে যা বোঝায়তাই বোঝেন। নগরোন্নয়ন দপ্তরের এ কোন উন্নয়নের নমুন

া। জানতে চাইলে,চিঠি দিলে উত্তর দেন না তাঁরা। হয় উন্নয়ন। একবার দুর্গাপূজোয় গিয়েছিলাম। আমার তখন ব্যক্তিগত জীবনের খুবদুঃসময়। তবুও গিয়েছিলাম। প্রথমে দেখে তো অবাক হয়ে গেলাম। বিশাল ব্যাপার। সেখানে সিনেমা হল, থিয়েটার হলএকসঙ্গে তৈরি হয়েছে। দুটো আলাদা হল, কিন্তু একই বিশাল বিল্ডিংয়েরতলায় তা তৈরি হয়েছে। খুবই ঝাঁ চকচকে। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখলাম,সেই একই দুরবস্থা। না হয়েছে সিনেমাহল না হয়েছে থিয়েটার হল। যাঁরানিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কী বলব?লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কাজটা শেষ হওয়ার পর আমার মতামতদিয়ে কী হবে? কী লাভ? সরকারি নিয়মে এইসব কাজের যে দরপত্র চাওয়া হয়যেখানে যার রেট সবচেয়ে কম তাকেই তো কাজটা দেওয়া হয়। সে কাজেরযোগ্য কিনা, এসব বিবেচনা হয় না । দুর্গাপুরে যা হয়েছে, হাওড়ার শরৎ সদনেওতাই। বর্ধমানেও বিরাট হল তৈরি হয়েছে। কিন্তু আধুনিক থিয়েটারের যে স্পেস প্যাটার্ন, টেকনিক্যালইক্যুইপমেন্ট প্রয়োজন তা নেই সরকারের তা নিয়ে মাথা ব্যথাও নেই।চিঠি দিয়ে সতর্ক করতে চাইলে তার উত্তর দেওয়ার সৌজন্যতাটুকু দেখানন া। নাট্য আকাদেমি আছে, উপদেষ্টা কমিটি আছে। সবই আছে কিন্তু কাজের কাজ হয় না। গত ২৬ বছরে বহু হলতৈরি হয়েছে। কিন্তু যাকে তাকে কাজ পাইয়ে দিয়ে সব বারোটা বেজে বসেআছে। সংস্কৃতি মন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এলেন গেলেন,আমাদের থিয়েটারের এই অবস্থার বদল হল না। খুব দুঃখ নিয়েই এসব কথাবলছি। আশি বছর পেরিয়ে গেল। আর না বলে থাকতে পারছি না বলে বলছি। নাজানানোটা অন্যায় হবে ভেবে বলছি।

শেষে পশ্চিমবঙ্গে নাট্য আকাদেমির আর একটাকান্ডের কথা বলে আমার অব্যক্ত কথাশেষ করব। সম্পাদক রথীন চক্রবর্তী। ১৮০ কী ১৯০টা ভুলে এক বই করলেন। যাদেখে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। এ কী বই! এত ভুল! তার একটা তালিকাকরেছিলাম। তাতেই ওই সংখ্যাটাপেয়েছি। আরও বেশি হতে পারে, কমতো নয়ই। আমরা অনেকে আপত্তি করলাম ।এ বই বিক্রি করবেন না। ভুল ইনফরমেশন যাবে পরবর্তী প্রজন্মেরকাছে। কিন্তু কে কার কথা শুনবে। সেই বই বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি হল। শেষও হয়েগেছে। এখন আর কোনও কপি নেই আকাদেমিতে । ভুল তথ্য সম্বলিত বইটা চলে গেল মানুষের হাতে। বলে কোনও কাজহল না।

এইভাবে চলতে চলতে এমন মনে হয়, কথাগুলিপ্রকাশ্যে বলা উচিত। এরকম একটা কাজের জন্য উৎপলের দল থেকে আমিবাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আবার যখন চৈতালি রাতে স্বপ্ন পরিচালনাকরল উৎপল, তখন আবার ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি। আর আজ তো বাতিল হয়েইআছি, প্রকাশ্যে বলার অসুবিধেটা নেই। শুধু চাই, সবাই বলুন। যদি কিছুকাজ হয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com